SANSKRIT SAHITYER ITIHAS CLASS

AHBNG-102C-2

SEMESTER-I

MAHAKABI KALIDAS : JIBAN O SAHITYA

মহাকবি কালিদাস : জীবন ও সাহিত্য

BY

Dr. PRANAB KUMAR MAHATO

ASSISTANT PROFESSOR

DEPARTMENT OF BENGALI

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

কালিদাস

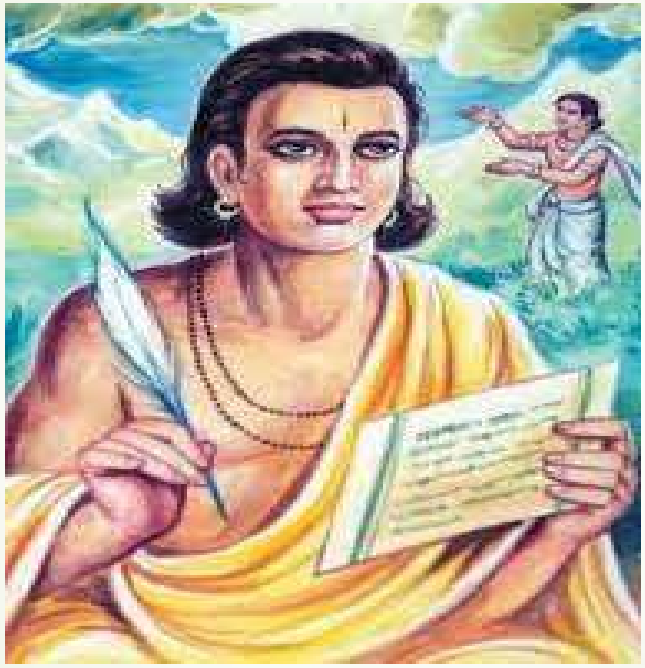

সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভার নাম হল কালিদাস। তিনি মহাকবি অভিধায় অভিহিত হয়েছেন। তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের গুণে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন। তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের বিশালতায় নয়, কুশলতা ও দক্ষতায় তিনি চিরন্তন আসন লাভ করেছেন। এই প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব কালিদাস ছিলেন একাধারে কবি ও নাট্যকার। গুটিকয়েক কাব্য ও নাটক লিখেই তিনি একটি পাকা আসন করে নিয়েছেন।

কালিদাসের আবির্ভাব কাল

কালিদাস যেহেতু নিজ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে যান নি তাই তাঁর জন্মস্থান ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে পন্ডিতমহলে রয়েছে প্রবল মতবিরোধ । উজ্জয়িনী নগরের প্রতি কালিদাসের অনুরাগ লক্ষ্য করে অনেকেই উজ্জয়িনী নগরীকে কালিদাসের বাসস্থান বলে দাবী করেন। তবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বর্তমান সিন্ধিয়া রাজ্যের প্রাচীন মালব প্রদেশের মান্দাসার নগরীতে কালিদাসের জন্ম হয়েছিল। এই স্থানটির প্রাচীন নাম ছিল দশপুর। কালিদাসের আবির্ভাব কালকে নিয়ে বিতর্ক সম্পর্কে কৌতুক করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - " হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল। পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।" জ্যোতির্বিদাভরন নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে একটি শ্লোকে কালিদাসকে বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম এক রত্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এই বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাসের আবির্ভাব কাল ৫৭ খ্রি: পূর্বাব্দে । আধুনিক পণ্ডিতগণ এখন মোটামুটি ভাবে একমত কালিদাস খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম অভ্যুদয়ের যুগে বর্তমান ছিলেন।

কালিদাসের রচনাসম্ভার

কালিদাসের সৃষ্টি সম্ভারের দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাব - মাত্র দুটি খণ্ডকাব্য , দুটি মহাকাব্য এবং তিনটি নাটক তিনি লিখেছিলেন।

খণ্ডকাব্য

মহাকবি কালিদাস রচিত খণ্ডকাব্য দুটি হল –

১) ঋতুসংহার ও ২) মেঘদূত।

এই দুটি খণ্ডকাব্য রচনার দ্বারাই তিনি সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে অমরত্বের দাবিদার। 'ঋতুসংহার' তাঁর প্রথম রচনা হলেও সেখানে ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে কবির দক্ষতা আর 'মেঘদূত' যে কোনো পাঠককেই অনায়াসেই আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

ঋতুসংহার

'ঋতুসংহার' শব্দের অর্থ হল 'ঋতুসংক্ষেপ'। মোট ৬টি সর্গে এবং ১৫৮ শ্লোকে এই কাব্যখানি গ্রথিত। কাব্যখানির এই এক একটি সর্গে এক একটি ঋতুর বর্ণনা আমরা পাই । কাব্যে জনৈক নায়ক তাঁর প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে আপনমনে নানা ঋতুর বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। এই কাব্যকে গীতিকবিতার পর্যায়ে আমরা ফেলতে পারি। কাব্যখানির মূল রস হল শৃঙ্গার। ঋতুসংহারে ঋতুবর্ণনার মাধ্যমে প্রণয়-সমৃদ্ধ মানব-মানবীর মনে বিশেষ বিশেষ ঋতুর প্রভাব বর্ণিত হয়েছে । আরম্ভে আছে গ্রীষ্মের বর্ণনা এবং সমাপ্তিতে আছে বসন্তের বর্ণনা।

মেঘদূত

আলংকারিকদের মতে মেঘদূত খণ্ডকাব্য বা দূতকাব্য। আগাগোড়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে এই কাব্য রচিত হয়েছে। পূর্বমেঘ (৬৪ টি শ্লোক)ও উত্তরমেঘ(৫৪) এই দুই খণ্ডে কাব্যখানি সমাপ্ত। অলকা অধিপতি কুবেরের অনুচর যক্ষ পত্নী প্রেমে মত্ত হয়ে কর্তব্য অবহেলা করেছিল, যার শাস্তিস্বরূপ তাকে একবছর হিমালয় থেকে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হতে হয় । নির্বাসনে থাকাকালে আষাঢ়ের মেঘ দেখে পত্নী প্রেমে বিভোর যক্ষ চেতন-অচেতন ভেদজ্ঞান ভূলে মেঘকেই প্রিয়ার কাছে বার্তা নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায় । এটি চিরন্তন বিরহের কাব্য রূপে স্মরণীয় হয়ে আছে।

মহাকাব্য

কালিদাসকৃত মহাকাব্য দুটি হল –

১)রঘুবংশ ও ২)কুমারসম্ভব

রঘুবংশ

এই রঘুবংশকে অনেকে কালিদাসের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে দাবি করে থাকেন। ১৯ টি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে রঘুবংশীয় রাজা দিলীপ থেকে আরম্ভ করে কয়েকজন রঘুবংশীয় রাজার কাহিনীতে এটি পূর্ণ । বাল্মিকীর 'রামায়ণ', বেদব্যাসের 'মহাভারত' , 'কথাসরিৎসাগর' ও কয়েকটি পুরাণ হলো এই কাব্যের উৎস। এ কাব্যটি শুধু রঘুবংশীয় রাজাদের ইতিহাস বর্ণিত হয় নি , এর প্রতিটি সর্গ আমাদের কাছে নব নব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে । পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতি সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে এই রঘুবংশ সম্পর্কে বলেছেন - " সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে তন্মধ্যে রঘুবংশ সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ।কালিদাস কী দৃশ্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন , বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।"

কুমারসম্ভব

কালিদাসের অপর মহাকাব্যের নাম হল 'কুমারসম্ভব'। কাব্যে তারকাসুরের অত্যাচারের হাত থেকে দেবগণকে রক্ষার্থে মহাদেব পার্বতীর পুত্র কার্তিকের জন্ম সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। সর্বমোট ১৭ টি সর্গে রচিত এই কাব্যখানির প্রথম সাতটি (অনেকের মতে আটটি) সর্গ কালিদাসের রচনা , বাকিগুলি নয় বলে অনেকের অনুমান। কাব্যটিতে কালিদাস দেবদেবীর কথা বর্ণনা করলেও যেন আমাদের ঘরের অতি পরিচিত ছবিই আঁকতে চেয়েছেন । তাই তো উমা, মহেশ্বর, হিমালয়,মেনকা সবাই যেন আমাদের অতি পরিচিত কাছের মানুষ। তাই তো এই কাব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন বলেছেন - "কুমারসম্ভব কব্যে কালিদাস একালের গল্প উপন্যাস লেখকের কাছাকাছি আসিয়াছেন।"

নাট্যকার কালিদাস

কবি হিসাবে কালিদাস যেমন অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ঠিক তেমনি নাট্যকার রূপেও তিনি খ্যাতির দাবীদার। কালিদাস রচিত মোট নাটকের সংখ্যা হল তিনটি। যথা –

১) মালবিকাগ্নিমিত্র

২) বিক্রমোবর্শী ও

৩) অভিজ্ঞান শকুন্তলম

মালবিকাগ্নিমিত্র

কালিদাস রচিত পঞ্চাঙ্কের নাটক এটি। বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের অন্ত:পুরের ষড়যন্ত্রের কাহিনী এতে রয়েছে। অপূর্ব সুন্দরী মালবিকা রাজঅন্ত:পুরের পরিচারিকা রূপে দিন কাটালেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মালবিকা আসলে রাজকন্যা। অবশেষে মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের মিলন হল। এই নাটকের চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনী নির্মান, সংলাপ রচনায় নাট্যকার কালিদাস সার্থকতা দেখিয়েছেন।

বিক্রমোবর্শী

বিক্রমোবর্শী হল কালিদাসের পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট একটি নাটক। রাজা পুরুরবা ও অপ্সরা উর্বশীর প্রণয় কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীর বীরহে প্রেমোন্মত্ত পুরুরবার মর্মস্পর্শী বিলাপের যে কাব্যরূপ কালিদাস দেখিয়েছেন তা পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই নাটকের কাহিনী নির্মাণে, প্রকৃতি চিত্র চিত্রণে ও বাক্যময় সংলাপ সৃষ্টিতে নাট্যকারের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম

কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হল তাঁর "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" নাটকখানি । নাটকটি মোট সাতটি অঙ্কে সমাপ্ত । মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত হলেও এতে তাঁর নিজস্ব কবি প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। কালিদাস যদি আর কোনো কাব্য বা নাটক নাও রচনা করতেন তবুও এই একখানি নাটকই তাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকাররূপে মন্ডিত করে রাখত । কোন এক সমালোচক বলেছেন - "কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা ।তত্রাপি চ চতুর্থোহঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা।।" এই নাটকে চতুর্থ অঙ্কটি নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় শ্রেষ্ঠ অঙ্ক , যদিও নাটকীয় ধারার উৎকর্ষের বিচারে পঞ্চম অঙ্কই শ্রেষ্ঠ । চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার তপোবন ছেড়ে পতিগৃহে যাত্রাকালে আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় তপোবনের প্রকৃতিও তার বুকফাটা কান্নায় কেঁদেছে। কবিগুরু যার বঙ্গানুবাদ করেছেন এইভাবে - "মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ ময়ূর নাচে না যে আর খসে পড়ে পাতা লতিকা হতে সে যেন আঁখিজলধার ।“ বলা হয় – “কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞান শকুন্তলম”।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, কালিদাস রাজসভার বিদগ্ধ পন্ডিত। তাই তাঁর কাব্যে বৈদগ্ধ্যের পরিচয় সর্বাঙ্গে। তাঁর বর্ণনায় যেমন পরিপাটি লক্ষণীয়, তেমনি তাঁর মধ্যে মার্জিত রুচির ছাপ অত্যন্ত প্রকট। কালিদাসের যুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ, তাই তাঁর কাব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন অতি স্পষ্ট। এমনকি তাঁর নাটকে প্রেম প্রকৃতিকে এমনই এক বিশুদ্ধতা, সৌন্দর্য-দৃষ্টিতে দেখেছেন যার ফলে তাঁর রুচিজ্ঞানের উৎকর্ষতা প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে।

ধন্যবাদ